BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

www.BDeBooks.Com

তোতা রহস্য

সত্যজিৎ রায়

অপ্রকাশিত ফেলুদা

(অসমাপ্ত)

তোতা রহস্য

(প্রথম খসড়া)

'তোমার নাম ফেলুদা?'

একটা ছোট্ট ছেলে ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করেছে। ঘটনাটা ঘটছে পার্ক আর রাসেল স্ট্রিটের খেলনার দোকান হবি সেন্টারে। শুধু খেলনার দোকান বললে ভুল হবে, কারণ এখানে খেলনা ছাড়াও আরেকটা জিনিস পাওয়া যায় সেটা হল অ্যাকুরিয়ামের মাছ। ব্রেজিলের রাক্ষুসে মাছ পিরানহার দুটো বাচ্চা ওখানে এসেছে খবর পেয়েই দুজনে এসে হাজির হয়েছি।

ওই খুদে মাছের ধারালো দাঁত দেখে আমাদের চোখ চড়কগাছ, এমন সময় পিছন থেকে প্রশ্নটা এল।

ছেলেটি ঘাড় উঁচু করে ফেলুদার দিকে দেখছে একদৃষ্টে। একটি ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার ছেলে আপনার পরম ভক্ত। বলতে পারেন আপনি ওর একজন হিরো।'

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ছেলেটি এক নিশ্বাসে বলে গেল— 'আমাদের বাড়িতে একটি টিয়া উড়ে এসেছিল কাল বিকেলে, সেটাকে পঞ্চু ধরে ফেলেছে, আর আমরা একটা খাঁচা কিনেছি. আর সেই খাঁচাতে টিয়াটাকে রেখে দিয়েছি, আর সেটা খুব মজার কথা বলে।'

'তাই বুঝি?' ফেলুদা ছেলেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল। 'কী বলে বলত?'

'খালি খালি ত্রিনয়ন বলে একজনকে ডাকে।'

'বাঃ—এতো খুব মজার ব্যাপার!' ফেলুদা বলল, 'ত্রিনয়ন নিশ্চয়ই ওকে খেতে দিত।'

www.BDeBooks.Com

'তুমি দেখবে টিয়াটা?'

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা যদি একবার হ্যাঁ বলে তো ছেলেটি একেবারে হাতে স্বর্গ পাবে।

ছেলের বাবা আরও এগিয়ে এসে বললেন, 'ফেলুদা ব্যস্ত মানুষ কত কাজ থাকে ওঁর, ওঁর পক্ষে কি যেখানে সেখানে যাওয়া সম্ভব?'

ফেলুদা বলল, 'বেশ তো, একদিন যাব এখন। তোমার টিয়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। অবিশ্যি কার টিয়া দেখতে যাচ্ছি সেটা আমার জানা দরকার।'

ভদ্রলোক এবার পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম জয়ন্ত বোস। ইনি হচ্ছেন শ্রীমান রজত। আপনি একদিন এলে আমরা খুবই খুশি হব। রজত ছাড়াও আমাদের বাড়িতে আপনার আরও দুটি ভক্ত আছেন—রজতের মা এবং বাবা।'

ফেলুদা কথা দিল যে একটা রবিবার সকালে রজতদের বাড়িতে গিয়ে তার টিয়া পাখি দেখে আসবে।

পরদিন সকালে ফেলুদার ডাকে ঘুম ভাঙল। বৈঠকখানা থেকে ডাকছে ফেলুদা। ও সক্কলের আগে উঠে যোগব্যায়াম সেরে, সক্কলের আগে খবরের কাগজ পড়ে।

আমি তড়াক্ করে উঠে ওর কাছে গিয়ে দেখি ও খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছে। পাশে ইংরিজিটা ভাঁজ করে রাখা, হাতে বাংলা কাগজ। আমায় দেখেই 'এইটে পড়ে দেখ তোপ্‌সে' বলে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে একটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে দিল। দেখি দ্বিতীয় পাতায় কর্মখালি-টালির মধ্যে ব্যক্তিগত বলে যে বিজ্ঞাপনগুলো থাকে, এটা তারই একটা। তাতে লেখা রয়েছে—

'গত ১৯শে অক্টোবর আমার একটি পোষা চন্দনা খাঁচা থেকে পালিয়ে যায়। আমার অতি প্রিয় এ পাখিটা সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার দেব। ধূর্জটিপ্রসাদ মল্লিক, ২২ নং হরিশ মুখার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০২০।'

ফেলুদা বলল, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, এই ধূর্জটি মল্লিক হলেন একজন বিরাট ধনী ব্যবসায়ী। কালীচরণ মল্লিক অ্যান্ড সান্‌স-এর কাপড়ের

দোকান ছিল বড়বাজারে। ধূর্জটি সম্ভবত ওই অ্যান্ড সান্‌স-এর একজন। তা ইনি হঠাৎ একটা পাখির শোকে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেন সেইটেই হচ্ছে কথা।'

আমি বললাম, 'তা হলে তো জয়ন্তবাবুদের পাখিটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে।'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। শ্রীমান রজত খবরটা শুনে খুব খুশি হবে বলে মনে হয় না। দেখি...'

ফেলুদা উঠে গিয়ে ফোন তুলে জয়ন্তবাবুর নম্বর ডায়াল করল। টেলিফোনে যা কথা হল মোটামুটি এই—

তোতা রহস্য

(দ্বিতীয় খসড়া)

'বাবা বলছে তুমি ফেলুদা।'

কথাটা শুনে পাশ ফিরে দেখি একটা আট দশ বছরের ছেলে ফেলুদার পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচিয়ে তার মুখের দিকে দেখছে। তার পিছনে দূরে গরম বুশ শার্ট পরা একজন ভদ্রলোক হাসিমুখে আমাদের দিকে দেখছেন। বোধহয় তিনিই 'বাবা'। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ফেলুদাকে বললেন, 'আমি আপনি বোধহয় একই সেলুনে চুল ছাঁটাই। সেখানেই আপনাকে দেখেছি। আসলে আমার ছেলে আপনার খুব ভক্ত, তাই আপনাকে চিনিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

আমাদের কথা হচ্ছিল পার্ক স্ট্রিটের হবি সেন্টার বলে যে খেলনার দোকান আছে তার ভিতর দাঁড়িয়ে। আজ বড়দিন, তাই আমরা পার্ক স্ট্রিটের ঝলমলে চেহারাটা দেখতে বেরিয়েছি। মিনিট দশেক ঘোরাঘুরির পর ফেলুদা বলল যে ওর কিছু চাইনিজ তারের ধাঁধা কেনা দরকার। নানারকম জ্যামিতিক নকশায় ব্যাঁকানো তার, সঙ্গে আরেকটা কায়দা করে প্যাঁচানো থাকে। মাথা খাটিয়ে সেই প্যাঁচ খুলে দুটোকে

www.BDeBooks.Com

আলগা করতে হয়। এই হল Chinese Wire Puzzle। এর খোঁজেই হবি সেন্টারে আসা, আর সেখানেই ফেলুদার এই খুদে ভক্তের সঙ্গে দেখা।

ফেলুদা ছেলের বাপের কথা শুনে হেসে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি না হয় ফেলুদা, তোমার নামটি কী সেটা তো জানতে পারলাম না।'

ছেলেটি ফেলুদার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমার টিয়া কোথায় গেছে বের করে দিতে পারবে?'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেও মনে হল সেটা খানিকটা তার অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকার জন্য।

ফেলুদা বলল, 'কী হল তোমার টিয়া?'

ছেলেটি কিছু বলার আগে ভদ্রলোকই উত্তর দিলেন। 'ওর জন্য এই সেদিন একটা টিয়া এনে দিয়েছিলাম। আজ সকালে সেটা খাঁচা থেকে উধাও। পালিয়ে টালিয়ে গেছে বোধহয়।'

'পারবে বার করে দিতে?'—ছেলেটি এখনও এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে।

ফেলুদা বলল, 'আগে সমস্ত ঘটনা না জানলে কি ডিটেকটিভ কাজ শুরু করতে পারে?'

'তা হলে চলো আমাদের বাড়ি।'

'ও কী হীরক!' ভদ্রলোক মোলায়েম ধমকের সুরে বললেন, 'ফেলুবাবুর বুঝি অন্য কাজ নেই? উনি কত ব্যস্ত লোক জানো?' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'অবিশ্যি আপনি আসতে পারলে আমরা খুব খুশিই হব। টিয়া রহস্য সমাধানের জন্য বলছি না—হে হে—এমনি এসে চা খেয়ে যাবেন আর কী।'

ফেলুদার হাত এখন খালি, তার উপরে বড়দিনের ছুটি, তার উপরে তার খুদে ভক্তর অনুরোধ—একসঙ্গে এতগুলো কারণের জন্যই বোধহয় ও পরদিন বিকেলে নীহার দাশগুপ্তের বাড়ি যেতে রাজি হয়ে গেল।

খাবার পরে ফেলুদাকে বললাম, 'তুমি যে নীহারবাবুর বাড়িতে

www.BDeBooks.Com

যেতে রাজি হলে, ওর ছেলে কিন্তু টিয়ার ব্যাপারটা ঠিক তোমার ঘাড়ে চাপাবে।'

ফেলুদা খুব মন দিয়ে একটা নতুন কেনা চিনে তারের প্যাঁচ খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'হুঁ।'

আমি বললাম, 'হুঁ কী? শেষটায় যদি টিয়া উদ্ধার না হয়?'

'তা হলে একটি ভক্ত কমে যাবে!'—ফেলুদা বিড় বিড় করে মন্তব্য করল। আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। যে সে লোকের যা কিছু হারালেই যদি ফেলুদাকে গিয়ে খুঁজে বের করে দিতে হয় তা হলে তো মুশকিল। একটা জবরদস্ত ক্রাইম-টাইম হয়—খুন, জালিয়াতি, একটা বড় রকমের চুরি বা ডাকাতি—তাতে ফেলুদার ডাক পড়লে ওর বুদ্ধিটা শানিয়ে নেবার সত্যি করে সুযোগ হয়। এই বড়দিনের ছুটিতে মনে মনে সেই রকমই একটা কিছুর আশা করছিলাম, কিন্তু তার জায়গায় কিনা...

আরও মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করে তারের প্যাঁচ খুলে ফেলুদা একটা হাঁই তুলে বলল, 'আসল ব্যাপারটা কী জানিস? ওই নীহার দাশগুপ্ত লোকটা সম্বন্ধে আমার একটা কিউরিয়সিটি আছে।'

'কেন? লোকটা একজন কেউকেটা বুঝি?'

'দাশগুপ্ত বলছে, আর হেশাম রোড বলছে। যদি শরৎ দাশগুপ্তর বাড়ির ছেলে হয়, তা হলে...'

'তা হলে কী?'

'তা হলে আমাদের যাওয়াটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না।'

* * *

ফেলুদার আন্দাজ ভুল হয়নি। নীহার দাশগুপ্ত হলেন শরৎ দাশগুপ্তের নাতি। দু বছর আগে সাতাশি বছর বয়সে শরৎ দাশগুপ্ত মারা যান। জীবনে তার একটিমাত্র শখ ছিল সেটা হল ঘড়ি সংগ্রহ করা। বাইশ নম্বর হেশাম রোডের বাড়ির দোতলার উত্তর পূর্ব কোণের বৈঠকখানায় ছিয়ানব্বুই রকম ছোট বড় ঘড়ি রয়েছে। এ ছাড়া বাড়ির অন্য ঘরে, বারান্দায় ও সিঁড়ির ল্যান্ডিঙেও আরও বেশ কয়েকরকম

ঘড়ি দেখলাম। এর চেয়ে বড় ঘড়ির সংগ্রহ যদি কলকাতায় কোথাও থেকে থাকে তো সে আমার জানা নেই। ঘড়িগুলো যখন বাজতে আরম্ভ করে তখন কথা বন্ধ করে চুপ করে শুনতে হয়।

নীহারবাবু বোধহয় তার ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখেছিলেন যে সে যেন ফেলুদা এলেই তাকে তার পাখির কথা বলে বিরক্ত না করে, কারণ আমরা যতক্ষণ বসে চা খেলাম, হীরক দরজার বাইরে ঘুর ঘুর করল কিন্তু ঘরে ঢুকল না।

নীহারবাবুর স্ত্রীও দেখলাম ফেলুদার ভক্ত। নিজে হাতে বিনুনি পাকানো মাংসের শিঙাড়া করেছিলেন আমাদের জন্য। তা ছাড়া কড়াইশুঁটির সঙ্গে চিড়ে ভাজা, বাড়ির তৈরি পাটিসাপটা আর চা।

চা খাওয়া শেষ হলে পর নীহারবাবু তার ঘড়ির কথা তুললেন। আমরা বারান্দায় বসেছিলাম—পাশেই বৈঠকখানা, আর সেখানেই ঘড়ি। ফেলুদা বলল, 'ঘড়ি দেখার আগে আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। তার টিয়া অন্তর্ধান রহস্যটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া অন্যায় হবে।'

হীরককে ডাক দিতেই সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে।

ফেলুদা বলল, 'তোমার খাঁচাটা একবার দেখতে পারি কি? নাকি, পাখি নেই বলে সেটা ফেলে দিয়েছ?'

খাঁচাটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। হীরকদের শোবার ঘরের বাইরের বারান্দায়। তারের খাঁচা, মাথাটা গোল—যেমন সাধারণত হয়। খাঁচার ভিতরে একটা এনামেল করা বাটিতে এখনও ছোলা রয়েছে। দরজায় একটা ছিটকিনি রয়েছে, কিন্তু সেটা এখন খোলা।

'কবে এসেছিল, পাখিটা?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এই তো—গত শনিবার', নীহারবাবু বললেন। 'হীরক ওর এক বন্ধুর বাড়িতে টিয়া দেখেছে—সেই থেকে ওর শখ। তাই শনিবার নিউ মার্কেট থেকে এটা এনে ওকে দিই। রবিবার রাত্রেই ওটা কেউ সরিয়েছে। কারণ সোমবার, অর্থাৎ কাল সকালে হীরকই ঘুম থেকে উঠে দেখে খাঁচা খালি। অথচ দরজাটা রাত্রে ওর মা নিজে হাতে বন্ধ করেছে।'

'সেই রাত্রে কোনও শব্দ পেয়েছিলে কি, হীরকবাবু?' ফেলুদা প্রশ্ন

www.BDeBooks.Com

করল।

হীরক মাথা নাড়ল। হীরকের মা বললেন, 'আমি যেন একবার ডাকতে শুনেছিলাম টিয়াকে, কিন্তু সেটা মনে হল—পাখিটা নতুন জায়গায় এসেছে, অভ্যেস হয়নি, তাই ডাকছে।'

ফেলুদা ভীষণ কাছ থেকে খাঁচাটাকে দেখছে, তার চোখে ভ্রূকুটি।

হীরক এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার বোধহয় আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলল, 'কে নিয়েছে পাখিটা?'

গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা শুনে হাসিই পেয়ে গিয়েছিল। হীরকের মা'ও দেখলাম মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। নীহারবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গলা খাকরালেন। ফেলুদা কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল, 'কে নিয়েছের চেয়েও আগে জানতে হবে কেন নিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সহজ নয় হীরকবাবু—আমাকে একটু ভাবতে সময় দিতে হবে।'

'ঠিক আছে।' গম্ভীর গলায় হীরকের কথা এল। ফেলুদা যে তার জন্যে ভাবছে এটাতেই তার মন ভাল হয়ে গেছে; টিয়া ফিরে আসুক কি না আসুক সেটা বোধহয় খুব বড় কথা নয়।

এবার আমরা নীহারবাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। এটাই হল ঘড়ির ঘর। এমন ঘর সত্যিই আমি কখনও দেখিনি। ফেলুদা বলল, 'এত ঘড়িতে রোজ রোজ দম দেওয়া তো এক পেল্লায় ব্যাপার। আলাদা লোক রাখতে হয়েছে বোধহয়?'

'আমাদের বহুদিনের পুরোনো বেয়ারা ঘনশ্যামই কাজটা করে।'

'ভাল কথা—আর চাকর বাকর কী আছে আপনাদের বলুন তো। টিয়ার ব্যাপারে আমার মনটা খচ খচ করছে। বাড়ির চাকর ছাড়া আর কেউ ওটা নিতে পারে বলে মনে তো হয় না।'

'রান্নার লোক একটি আছে, সেও অনেকদিনের। একটি ছোকরা চাকর আছে—যতীন—সে লোকটা এসেছে বছর দুয়েক হল। এ ছাড়া মালি, জমাদার—এরা কেউই রাত্রে থাকে না।'

ফেলুদা ঘড়ির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করে চলেছে।

'যতীনই কি আমাদের চা এনে দিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন টিয়ার কথা?'

'হ্যাঁ। স্বভাবতই ও বলেছে কিছুই জানে না।'

'নিউ মার্কেটের যে দোকান থেকে পাখিটা কিনেছিলেন তার নাম জানেন?'

'লোকটার নাম লতিফ। লতিফের দোকান বলেই বলে।'

এর পরে আর ফেলুদা পাখি নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি।

নীহারবাবু তার প্রতেকটি ঘড়ির ইতিহাস আমাদের বললেন। তিনশো বছরের পুরোনো ঘড়িও রয়েছে। একটা বেশ বড় দাঁড় করানো ঘড়িতে দেখলাম খোলস বলে কিছু নেই, কলকব্জা সব বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। কলকাতার টাইমের সঙ্গে সঙ্গে লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কের টাইম জানা যাচ্ছে। বাইরে যা দেখাবার মতো আছে সব দেখিয়ে নীহারবাবু একটা দেরাজ খুলে বললেন, 'আমার ঠাকুরদাদার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটা আপনাকে দেখাই।'

একটা ছোট্ট বাক্স থেকে একটা সোনার ট্যাঁক ঘড়ি বার করে নীহারবাবু ফেলুদার সামনে ধরে বললেন, 'আড়াইশো বছর আগে লন্ডনের লুই রিকর্ডনের তৈরি—পৃথিবীর প্রথম সেলফ-ওয়াইন্ডিং ঘড়িগুলোর মধ্যে একটা হল এটা।'

আমি অবাক হয়ে এই দম না দেওয়া ঘড়ি দেখতে লাগলাম। ফেলুদার হাত ঘড়িটাতেও (যেটা দীননাথ পাকাড়াশি ওকে দিয়েছিলেন বাক্স-রহস্য সমাধানের পর) দম দিতে হয় না; কিন্তু দম-না-দেওয়ার কায়দাটা যে আড়াইশো বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা ভাবিনি।

নীহারবাবু আমাদের পাঁচটা পর্যন্ত থেকে যেতে বলেছিলেন, কারণ সেই সময় বাজা-ঘড়িগুলো সব একসঙ্গে বাজবে, আর সেটা নাকি একটা শোনার মতো ব্যাপার। পাঁচটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি দেখে আমরা আবার সোফায় বসলাম। ফেলুদা বলল, 'মোমবাতির দাগ দেখছি টেবিলের উপর। আপনাদের এদিকেও বুঝি পাওয়ার-কাট থেকে অব্যাহতি নেই।'

'আর বলবেন না। কারুই বা অব্যাহতি আছে বলুন। হপ্তায় তিনদিন সন্ধ্যাটা যে কী করে কাটাব সেটা ভেবে পাই না।'

www.BDeBooks.Com

'সেই জন্যেই বুঝি প্ল্যানচেট ধরেছেন?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। 'বাবা—আপনার দৃষ্টিও খুবই তীক্ষ্ণ। কাল হবি সেন্টার থেকে উইজা বোর্ড কিনেছিলাম সেটা লক্ষ করেছেন বুঝি?'

ফেলুদা হাসল। আমি জানতাম উইজা বোর্ড হল একটা চাকাওয়ালা কাঠের তক্তা, তাতে পেনসিল গোঁজার জন্য একটা ফুটো। একটা তেপায়া টেবিলের উপর একটা সাদা কাগজ রেখে তার উপর বোর্ডটাকে রাখতে হয়। তারপর ঘরের বাতি নিভিয়ে সকলে টেবিলটাকে ঘিরে বসে কোনও মৃত লোকের কথা ভাবলে নাকি

কিছুক্ষণেই সেই লোকের আত্মা এসে হাজির।

আর তখন সেই আত্মাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সকলের হাতসুদ্ধ বোর্ডটা নাকি এঁকে বেঁকে চলতে থাকে, আর তার ফলে সাদা কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়ে যায়।

'আসলে কী জানেন,' ভদ্রলোক বললেন, 'বোর্ড ছাড়া শুধু টেবিলের উপর হাত রেখে বসে থেকে দেখেছি—কোনও ফল হয়নি। তাই ভাবলাম এবার বোর্ড দিয়ে করে দেখব।'

'বোর্ড দিয়ে ফল পেয়েছেন?'

'এখনও বসিনি। আমরা বুধবার বুধবার বসি। আমার এক বন্ধু আছে—শখটা আসলে তারই। আর আমার এক প্রতিবেশী আছেন—সুধাংশুবাবু—এই তিনজন। আপনারও এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে না কি?'

ফেলুদা হাসল। 'নাঃ। তবে যারা এ সবের চর্চা করে তাদের সম্পর্কে একটা কৌতূহল হয় বই কী।'

'আসলে কী জানেন, অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে একদিন ভূত প্রেত আত্মা পরলোক এই সব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তাই থেকেই আমার বন্ধুর মাথায় এল প্ল্যানচেট ট্রাই করার ব্যাপারটা। ছেলেমানুষী বটেই—তবে এতরকম লোকে ফল পেয়েছে বলে শুনেছি যে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে হল।'

রাত্রে ফেলুদাকে একটু গম্ভীর দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘড়ির কথা ভাবছ, না প্রেতাত্মার কথা ভাবছ, না টিয়ার কথা ভাবছ?'

ফেলুদা বলল, 'যতীন চাকরটা যখন চা দিচ্ছিল তখন ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা লক্ষ করেছিল?'

'কই, না তো।'

'দুটো ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। দেখে ভাল লাগল না। খাঁচার দরজার পাশে তারেও লাল দাগ দেখলাম। শুকনো রক্ত বলেই তো মনে হল।'

'কিন্তু যতীন খাঁচা থেকে পাখি বার করবে কেন? পাখিটা তো আর ধন দৌলত নয়। আর এমন একটা সাংঘাতিক কোনও পাখিও নয় যে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে।'

www.BDeBooks.Com

'জানি রে তোপসে, জানি...কোনও কারণে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বলেই তো মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। ব্যাপারটায় লজিকের এত অভাব বলেই তো আমাকে এত পীড়া দিচ্ছে। এখন যেটা দরকার সেটা হল পাখিটার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। লতিফের দোকান—নিউ মার্কেট...'

ফেলুদা বলে নিউ মার্কেটের মতো এমন একটা ব্যাপার শুধু কলকাতায় বা ভারতবর্ষে কেন—সারা পৃথিবীতেই খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। একটি সেফটি পিন থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্যন্ত যা কিছু চাও তাই কিনতে পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে। আমার তো প্রতিবার গেলেই গোলকধাঁধার মতো সব গুলিয়ে যায়, কিন্তু ফেলুদা একেবারে সটান যে দোকানে যাওয়া দরকার সেখানে গিয়ে হাজির হয়। ওর নাকি পুরো মার্কেটের প্ল্যানটা মাথার মধ্যে পরিষ্কার আছে। একবার পাখির বাজারে পৌঁছে লতিফের দোকান বার করতে লাগল ঠিক দু মিনিট। সমস্ত পাখির বাজারটায় যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই খাঁচা, আর খাঁচার মধ্যে হাজারে হাজারে কতরকম পাখি রয়েছে তার ঠিক নেই। কয়েকটা পাশাপাশি খাঁচায় তো পেলিক্যান পর্যন্ত রয়েছে মনে হল। আর সব পাখিই কি একসঙ্গে ডাকছে? তা না হলে এরকম কান ফাটা শব্দ হবে কেন?

ফেলুদা লতিফকে সোজাসুজি প্রশ্ন করল তার দোকান থেকে গত শনিবার একজন বাঙালি ভদ্রলোক এসে একটা টিয়া কিনে নিয়ে গেছে কি না।

'টিয়া তো নেয়নি বাবু', লতিফ বলল।

'টিয়া নেয়নি?'

'না বাবু। তবে চন্দনা একখানা বিক্রি হয়েছে। খুব ভাল পাখি। একজন ফরসা মতো বাবু এসে কিনে নিয়ে গেলেন।'

'টিয়া আর চন্দনা তো খুবই কাছাকাছি, তাই না?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ বাবু। তবে চন্দনার গলায় একটা দাগ থাকে। আর চন্দনার মতো অমন পরিষ্কার কথা টিয়া পাখি বলতে পারে না।'

'এই চন্দনাটা কথা বলত?'

'হ্যাঁ বাবু। 'মা' 'মা' করে ডাকত। 'ঠাকুর ভাত দাও,' 'মধুসূদন', 'হরি হরি'—অনেক কথা বলত বাবু। ভবানীপুরের এক বাড়ি থেকে এসছিল পাখিটা। আপনাদের চাই কথা বলা পাখি? ময়না আছে, চন্দনা আছে—'

হীরকের পাখিটা টিয়া না—চন্দনা, এইটাই খালি জানা গেল লতিফের কাছে এসে। ফেলুদা বলল তাতে নাকি অনেকটা লাভ হয়েছে—রহস্যের একটা নতুন দিক নাকি খুলে গেছে।

একটা প্রশ্ন আমার মনে আসছিল—মার্কেট থেকে ফেরার পথে সেটা ফেলুদাকে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'আচ্ছা ফেলুদা, পাখিটাই যদি নেবার ছিল, তা হলে খাঁচাসুদ্ধু নিয়ে গেলেই তো হত। খাঁচার দরজা খুলে জখম হওয়ার রিস্কটা নিল কেন?'

'তোর প্রশ্নটা ভালই হয়েছে রে তোপসে। এটা আমারও মাথায় এসেছিল। আসলে যে নিয়েছে সে বোধহয় এইটেই বোঝাতে চেয়েছিল যে পাখির দরজা বন্ধ করা হয়নি, তাই পাখি উড়ে পালিয়েছে। পাখিটাকে যে কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে ফন্দি করে সরানো হয়েছে সেটা সে বোঝাতে দিতে চায়নি। আর খাঁচা থেকে যখন বার করে নেওয়া হয়েছে, তার মানে হয় সে পাখিকে মেরে ফেলা হয়েছে, না হয় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

পরদিন সকালে ফেলুদা নীহারবাবুকে ফোন করে পাখির কোনও সন্ধান পাওয়া গেছে কি না জিজ্ঞেস করল। পাখিটাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে সেটা আশেপাশেই কোনও গাছে হয়তো থাকতে পারে। কাছাকাছির মধ্যে যদি কোনও পার্ক থাকে তা হলে হীরক যেন সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে গাছপালাগুলো দেখে আসে, এ কথাও ফেলুদা বলল। ভদ্রলোক বললেন পাখির খবর পেলেই উনি জানাবেন।

বিষ্যুদবার সকালে সাতটার সময় নীহারবাবু ফোন করলেন। চন্দনার

www.BDeBooks.Com

খবরের জন্য নয়। তার আড়াইশো বছরের পুরোনো সেলফ-ওয়াইন্ডিং ট্যাঁক ঘড়িটা কাল রাত্রে তার দেরাজ থেকে চুরি হয়ে গেছে।

ফেলুদা টেলিফোনটা রেখে ধরা গলায় বলল, 'চট করে তৈরি হয়ে নে। আমার মন বলছিল একটা গণ্ডগোল হবে—'

১৩/২/৭৩

বাক্স রহস্য

(প্রথম খসড়া)

খুব মন দিয়ে কাগজের কাটিংগুলো সাঁটছিলাম বলেই বোধহয় হঠাৎ গ্যাঁ-ক করে কলিং বেলটা বাজতে আঁতকে উঠলাম। কাটিং সাঁটার কাজটা অবিশ্যি আমার নিজের নয়—ওটা ফেলুদা আমাকে করবার ভার দিয়েছে। খবরের কাগজ থেকে যত রাজ্যের উদ্ভট খবর বার করে কেটে একটা বিরাট মোটা খাতায় সেঁটে রাখা। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি, তাই এমনিতেই আমার সময়ের অভাব নেই, আর সবচেয়ে বড় কথা, ফেলুদার ফরমাশ খাটতে আমার কখনওই কোনও আপত্তি নেই।

ঢাউস খাতাটা বন্ধ করে কাটিংগুলো সেটা দিয়ে চাপা দিয়ে দরজা খুলতে বেরিয়ে গেলাম। ফেলুদা চুল ছাঁটতে গেছে—এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয়, আর বাবা আপিসে গেছেন। কে এল তা হলে?

দরজা খুলে যাকে দেখলাম তাকে এর আগে কখনও দেখিনি। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ফরসা রং, চোখ দুটোয় একটা চিনেম্যানের ভাব আছে, আর চুল রীতিমতো পাতলা হয়ে প্রায় টাক পড়ার ভাব হলেও, পাকা নয়। বললাম, 'কাকে চাই?'

ভদ্রলোক দরজার বাইরে বাঁ দিকে বাড়ির নম্বরটার দিকে আরেকবার দেখে নিয়ে বললেন, 'প্রদোষ মিত্তির এখানে থাকেন কি?'

প্রদোষ ফেলুদার ভাল নাম। বললাম, 'হ্যাঁ—কিন্তু তিনি তো একটু বেরিয়েছেন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই হয়তো ফিরবেন। আপনি একটু বসবেন কি?'

ভদ্রলোক সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরেছেন; সেই ধুতির খুঁট দিয়ে ঘাম

www.BDeBooks.Com

মুছে একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাবে শেষ ধাপ সিঁড়িটা উঠে ঘরের ভিতর পা দিয়ে বললেন, 'একটু—মানে, ইয়ে ছিল আর কি—'

'তা হলে বসুন না।'

বাইরের ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেই আমাদের বৈঠকখানা। আমি পাখাটা খুলে দিলাম। ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন, 'এক গেলাস জল যদি—'

আমি জল এনে দিলাম। ভদ্রলোক ঢক ঢক করে খেয়ে গেলাস তার বাঁ পাশের কাচের টেবিলে রেখে দিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। এবার আরও লক্ষ করলাম—ভদ্রলোকের বা হাতের দুটো আঙুলে দুটো আংটি, পায়ে সাদা রঙের নাগরা জুতো, আর পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। প্রদোষ মিত্তিরের খোঁজ করা মানেই ডিটেকটিভের খোঁজ করা। আর ডিটেকটিভের খোঁজ করা মানেই কোনও রহস্য বা খুন খারাপির সঙ্গে ভদ্রলোকের সম্পর্ক আছে। তা না হয়ে ভদ্রলোক যদি ফেলুদার কোনও পুরোনো বন্ধু হন তা হলে খুব খারাপ হবে। কিন্তু সেটার সম্ভাবনা কম—কারণ ফেলুদার বয়স সবেমাত্র আঠাশ হয়েছে।

আমি ঘরের উল্টোদিকে তক্তপোষটার উপর বসেছিলাম। ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রাখা অন্যায় হবে বলে মনে হচ্ছিল; যদি উনি ফেলুদার খদ্দেরই হন, তা হলে তার সঙ্গে অভদ্রতা করাটা ভুল হবে।

কট কট শব্দ পেয়ে ভদ্রলোকের দিকে ফিরে দেখি উনি অন্যমনস্ক হয়ে আঙুল মটকাচ্ছেন। প্রথমে একে একে ডান হাতের সব আঙুল, তারপর একে একে বাঁ হাতের সব আঙুল (যদিও কড়েটায় আওয়াজ হল না) মটকে ভদ্রলোক পাশের সোফার উপর থেকে আনন্দবাজারটা তুলে নিয়ে মিনিট খানেক পাতা উলটিয়ে সেটা আবার রেখে দিলেন। ফেলুদা হলে এতক্ষণে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বার করে নিতে পারত—শুধু তার চেহারা বা হাবভাব দেখেই। আমি শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে উনি বেশ নার্ভাস। জুলাই মাসে গরম খুব বেশি নেই—কারণ সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে। অথচ ভদ্রলোকের কপাল বার বার ধুতি দিয়ে মুছেও দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে যাচ্ছে। নাকের ডগা, গোঁফের জায়গা আর কাঁধের কাছটাতেও খুব ঘাম হচ্ছে। অবিশ্যি কিছু লোক আছে যারা এমনিতেই একটু বেশি ঘামে। কম ঘামা

লোকের মধ্যে ফেলুদা নিজেই একজন।

বৈঠকখানার ঝোলানো ঘড়িটায় ঢং ঢং নটা বাজা শেষ না হতেই ফেলুদা এসে হাজির। তার মানে পনেরো মিনিটও হয়নি। চুল যে কেটেছে সেটা প্রায় দেখলে বোঝাই যায় না—অবিশ্যি এটাই হচ্ছে ফেলুদার কায়দা। ও বলে পুরুষ মানুষের চেহারার আট আনা নির্ভর করে নাপিতের উপর। কাজেই চুল কাটতে বসে সবচেয়ে বেশি সজাগ থাকা উচিত; নাপিতের হাতে ছেড়েছ কি তিন মিনিটে কাঁচির দুটো বেমক্কা চালে তোমার পোর্ট্রেট চেঞ্জ করে দেব।

যাই হোক, ফেলুদা ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি কি প্রদোষ মিত্তির?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন...'

ভদ্রলোক বসতে বসতে বললেন, 'আমার নাম হরিনাথ চক্রবর্তী। আমি আসছি কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে।'

'টাক্সিতে এলেন না কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে, আমার গাড়িটা একটু গোলমাল করছে—তা ছাড়া ভবানীপুরের দিকটা ভাল জানা নেই। রোড সেন্সটাও কম—তাই ভাবলুম ট্যাক্সিতে গেলে বাড়ি খুঁজে পাওয়াটা আরেকটু সিওর হবে।'

'ও।—তা, কী ব্যাপার বলুন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভদ্রলোক একটু থামলেন। বুঝলাম বেশ নার্ভাস বোধ করছেন। 'আমি—মানে, আপনার নাম শুনেছি। আমার এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের কৈলাস চৌধুরীর সঙ্গে খুব জানা শোনা আছে। তিনিই, আর কী...

ফেলুদা বলল, 'একটু চা বা কফি—?'

'আজ্ঞে, তা এক কাপ...'

'কোনটা?'

'যেটা হয়।'

ফেলুদা আমাকে ইশারা করাতে আমি টক করে উঠে গিয়ে আমাদের নিতাই চাকরকে দু পেয়ালা কফি করতে বলেই আবার বসবার ঘরে ফিরে এলাম। আমার বুক টিপটিপ শুরু হয়ে গিয়েছে।

www.BDeBooks.Com

ফেলুদারও যে নামডাক আগের চেয়ে বেশি হয়েছে সেটাও বেশ বুঝতে পারছি। আগে আগে লোকে ফেলুদাকে ডেকে পাঠাত, এখন নিজেরা ধাওয়া করে বাড়ি খুঁজে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

ভদ্রলোক আরেকবার ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা—মানে, একটু—যাকে বলে কমিক্যাল। আপনি হয়তো শুনে হাসবেন। মানে, সচরাচর যেসব কারণে মানুষে গোয়েন্দার কাছে আসে তা ঠিক না—তবে—'

ফেলুদা চুপ করে বসে আছে। তার দৃষ্টি এতক্ষণ সটান ভদ্রলোকের দিকে ছিল, এবার দেখলাম ফেলুদা গলা খাকরানি দিয়ে চোখ নামিয়ে পকেট থেকে তার দেশলাই আর সিগারেটটা বার করল। ভদ্রলোকের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন।' বুঝলাম ভদ্রলোকের নার্ভাসনেসটা কাটানোর জন্যই ফেলুদা একটা হালকা স্বাভাবিক ভাব আনার চেষ্টা করছে।

ভদ্রলোক অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি খাই না।'

ফেলুদা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আপনি কি আমার এই ভাইটির সামনে আপনার কথা বলতে দ্বিধা করছেন?'

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললেন, 'না না মোটেই না। আসলে—ওই যা বললাম—ব্যাপারটা একটু পিকিউলিয়ার।'

তারপর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে হরিনাথবাবু একটা কাগজের মোড়ক বার করলেন। সেটা খুলতে তার থেকে বেরোল একটা কাগজের বাক্স, আর বাক্সর ঢাকনাটা খুলতে যেটা বেরোল সেটা আমি যেখান থেকে বসে আছি সেখান থেকে দেখে কী জিনিস বোঝা যায় না। খুব বেশি আগ্রহ বা ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে তক্তপোষ ছেড়ে ফেলুদার দিকে উঠে এগিয়ে এলাম। দেখলাম—ফেলুদা এখন যেটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে—সেটা হল একটা ধাতুর তৈরি ছোট্ট (দু ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়) মূর্তি। কোনও দেবতার মূর্তিই হবে—তবে চেনা দেবতা নয়। জিনিসটা সোনা বা পিতলের তৈরি, আর তাতে আবার ছোট ছোট উজ্জ্বল রংচঙে পাথর বসানো। বাদশাহি আংটির ব্যাপারের সময় ফেলুদা পাথর চিনিয়ে দিয়েছিল—তাই বুঝলাম যে

এর মধ্যে চুনি পান্না নীলা ইত্যাদি সব কিছুই আছে। আরও কিছু আছে কি না সেটা নিজে হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা না করলে জানা যাবে না।

'বাঃ—চমৎকার!'

ফেলুদা আমার নিজের মনেই ভাবটাই প্রকাশ করল। সত্যি—জিনিসটা দেখতে অদ্ভুত সুন্দর।

www.BDeBooks.Com

'কোথায় পেলেন এটা?'

ফেলুদার এ প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক একটু হেসে ফেলুদার হাত থেকে জিনিসটা ফেরত নিয়ে বললেন, 'সেটাই তো রহস্য! কী করে যে এটা আমার কাছে এল, তা বুঝতেই পারছি না। একজন লোকের কোনও মূল্যবান জিনিস হারালে সে লোকের পক্ষে গোয়েন্দার কাছে যাওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু একজনের হাতে যদি এমন একটা জিনিস তার অজান্তে এসে পড়ে...ব্যাপারটা একটু কমিক্যাল নয় কি?'

ফেলুদা দেখলাম বেশ গম্ভীর। বলল, 'কমিক্যাল কি না সেটা অবিশ্যি ঝট করে এই অবস্থায় বলা সম্ভব নয়। হতেও পারে, নাও হতে পারে। আপনি বরং আরেকটা ইনফরমেশন দিন। এটা কোথা থেকে বেরোল?'

এ প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি আবার হাসতে যাচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই যেন হাসিটাকে চেপে নিয়ে একটু জোর করে বেশি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার সুপুরির কৌটো থেকে।'

ব্যাপারটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কমিক্যাল বটেই, কিন্তু আমারই হাসি পাচ্ছিল না। ফেলুদা বলল, 'কবে পেয়েছেন?'

হরিনাথবাবু বললেন, 'কালকে। একেবারে তলায় পড়েছিল।'

'সুপুরি আপনি নিয়মিত খান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা আমার একটা বাতিক।'

'কাল পেয়েছেন মানে কালকেই যে ওটা রাখা হয়েছে কৌটোতে তার কোনও মানে নেই?'

'মোটেই না! হয়তো যখন ভর্তি ছিল সেই সময় রাখা হয়েছে। কৌটো খালি হয়ে এলে পর ওটা আমার চোখে পড়েছে। সত্যি বলতে কী, চোখেও পড়েনি। অভ্যাস মতো আঙুল ঢুকিয়ে সুপুরি বার করতে গিয়ে প্রথমে হাতে ঠেকেছে। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা লাগতে কৌটো হাতে নিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখি মূর্তিটা দিব্যি চিত হয়ে পড়ে আছে। অথচ আমার সুপুরি আর কেউ শেয়ার করে না। আমার শোবার ঘরে চাকর এবং আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ আসেও না। চাকর বহুদিনের পুরোনো—চুরি চামারিও বাড়িতে কস্মিনকালে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এখন আপনিই বলুন—এর থেকে কী বুঝব।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সোফায় আরও ভাল করে হেলান দিয়ে বলল, 'আপনার এক কৌটো সুপুরি শেষ হতে কতদিন লাগে?'

'তা ধরুন—হিসেব তো করিনি—দিন পনেরো লাগে বোধহয়।'

'আপনার স্ত্রীই কৌটো ভরে দেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শেষ কবে ভরেছিলেন মনে আছে?'

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন। তারপর যখন চোখ খুললেন তখন তার চাহনিতে একটা নতুন ভাব লক্ষ করলাম।

'দিল্লি যাবার আগের দিন।'

'আপনি দিল্লি গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার আপিসের কাজে। তিন দিনের জন্য।'

'প্লেনে না ট্রেনে?'

'গেছি প্লেনে, এসেছি ট্রেনে।'

'কবে?'

'কলকাতা থেকে গেছি ২২শে জুন। ওখান থেকে রওনা হয়েছি ২৫শে সকালে, ফিরেছি ২৬শে ভোরে।'

'সুপুরির কৌটোটা কী ভাবে নেন?'

'আমার একটা হাত ব্যাগ—মানে, ছোট অ্যাটাচি কেস আছে, তাতে।'

'ট্রেনে খাওয়া অভ্যেস আছে?'

'তা আছে। দিনে ৫-৬বার সুপুরি না খেয়ে পারি না। বিশেষ করে দুপুরের খাওয়া আর রাত্তিরের খাওয়ার পর তো খাই-ই।

'অন্য লোককে অফার করেন?'

'এমনিতে করি না—তবে লোকে চাইলে দিই নিশ্চয়ই।'

'ট্রেনে কেউ চেয়েছিল খেতে?'

'তা—হ্যাঁ—দু একজন যেন চেয়ে খেয়েছিল বলে মনে হচ্ছে।'

'সুপুরি খাবার পর কৌটো কি বাক্সে পুরে রেখেছিলেন?'

ভদ্রলোক আবার ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'যদ্দুর মনে পড়ে—সিটের পাশে একটা টেবিলের মতো জিনিস

www.BDeBooks.Com

থাকে— তার উপরেই বোধহয় রেখেছিলাম। বাক্সে পরের দিন সকালে রাখি।'

এবার ফেলুদার ভাববার পালা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'আপনি কি এয়ার কন্ডিশনড ফার্স্ট ক্লাসে আসছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চারটে বার্থ তো?'

'হ্যাঁ। চারটেতেই লোক ছিল।'

'সারা রাস্তা সেই একই চারজন এসেছেন?'

'বোধহয় একজন মাঝপথে কোথাও নেমে গিয়েছিলেন। এলাহাবাদে বোধহয়। কে কোথায় যাচ্ছে এ নিয়ে একবার কথা হয়েছিল। একজন অবাঙালি—বলেছিলেন যে তিনি বেনারসের।'

'দিল্লিতে কোথায় ছিলেন?'

'হোটেল। ভাল হোটেল। বেয়ারাগুলো বিশ্বস্ত বলেই জানি।'

'হুঁ।' ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে দুবার পায়চারি করে বলল, 'মনে হয় ট্রেনে রাতের মধ্যেই আপনাদের কামরার বাকি তিনজনের কেউ আপনার সুপুরির কৌটোতে মূর্তিটা চালান দিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে—কেন?'

হরিনাথবাবু একটু হেসে মিহি গলায় বললেন, 'সেইটে জানার জন্যই তো আপনার এখানে আসা। মূর্তিটা পাবার পর থেকেই একটা ভয় মনে ঢুকেছে—'

ভদ্রলোক থামলেন—আমরা তার দিকে চাইলাম।

'যদি সাময়িক কোনও বিপদ থাকায় কেউ চোরাই মাল পাচার করে থাকে—তা হলে তো সে মাল আবার উদ্ধার করতে আসতে পারে। তখন যদি আমার উপর...'

ভদ্রলোকের গলা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল। কথাটা শেষ করার দরকার ছিল না—কারণ বুঝতে পারছিলাম উনি কী বলতে চাইছিলেন।

ফেলুদা আবার সোফায় বসে পড়ে বলল, 'সবচেয়ে আগে দরকার দুটো জিনিস জানা—এক হচ্ছে আপনার সহযাত্রীদের নাম ধাম, আরেক হচ্ছে এই মূর্তিটা মূল্যবান কি না। দ্বিতীয়টি বোধহয় আপনি

জানেন না। কিন্তু প্রথমটার ব্যাপারে কি আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেন? অবিশ্যি রেল কোম্পানি তাদের বুকিং লিস্ট দেখে এ ব্যাপারে ইনফরমেশন দিতে পারে—কিন্তু তার আগে এই তিনজন সম্পর্কে আপনার কিছু মনে পড়ে না কি না সেটাও জানা দরকার।'

হরিনাথবাবু টাক চুলকে বললেন, 'ঘটনাটা তো খুব বেশিদিন আগের নয়, তাই তিনজনেরই চেহারা মোটামুটি মনে আছে। একজন বাঙালি ছিলেন—তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছি আমি। বললেন বালিগঞ্জে থাকেন—কীসের জানি ব্যবসা আছে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স—বেশ জোয়ান লোক। হাসলে দেখা যায় একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। নাম জানিনি—তবে তার সুটকেসটা সামনে বেঞ্চির তলায় দেখা যাচ্ছিল—যদ্দুর মনে পড়ে তাতে K.D. লেখা ছিল। আমি আর ইনি মিলেই দুটো লোয়ার বার্থ নিয়েছিলাম। ওপরে যে দুজন ছিলেন, তাদের একজন সারা রাস্তা কথাই বলেননি। ইন ফ্যাক্ট—লোকটিকে দেখে একটু গোলমেলে মনে হচ্ছিল। চশমা পরেন—তবে তার কাচের রং ঘোলাটে। গোঁফ আর জুলফিটার কথা মনে পড়ছে। ওপর থেকে দু-তিন বারের বেশি নেমেছেন বলে মনে পড়ে না। আর অন্যটি ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। কোন দেশি লোক বলা শক্ত। বেশ সুপুরুষ চেহারা—বয়সও ত্রিশের বেশি না দেখে পশ্চিমা বলে মনে হল।'

'মাঝপথে কে নেমেছিলেন?'

'সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকটি।'

'আর কালো চশমা?'

'তিনি নামলেন হাওড়ায়। গাড়ি থামবার অনেক আগেই মাল টাল বাইরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।'

এর পরে আর বেশি কথা হয়নি। হরিনাথবাবু যাবার সময় বেশ কিন্তু কিন্তু ভাব করে ক্ষমা চাইলেন—'হয়তো বৃথাই আপনার সময় নষ্ট করলাম। আপনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত মানুষ—আপনার আরও অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে...

আসলে ফেলুদা যে গোয়েন্দাগিরির কাজে সব সময় খুব ব্যস্ত তা মোটেই না। এমনিতে ও বলে যে খুব ইন্টারেস্টিং কেস না হলে ওর

www.BDeBooks.Com

নিতে ইচ্ছেই করে না—আর কেসও যে খুব একটা বেশি আসে তা নয়—তাই ও একটা আপিসে পার্ট টাইম চাকরিও করে। তবে ওর বন্ধুর আপিস বলে লক্ষ লক্ষ ছুটি চাওয়াও ওর পক্ষে খুব অসুবিধে নয়।

ফেলুদা বলল, 'আপনার ঘটনাটা যে ভারী অদ্ভুত তাতে কোনও সন্দেহ নেই—তবে ব্যাপারটা, যাকে এখনও বলে, খুব ধোঁয়াটে অবস্থায় রয়েছে। আমি এখনও এটাকে টেক-আপ করছি বলে বলব না—দু-একটা ইনফরমেশন নিয়ে তারপর আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।'

হরিনাথবাবু সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। তিনি এবার পকেট থেকে তার মানিব্যাগটা বার করে তার ভিতর হাতড়াতে লাগলেন। আমি ভাবলাম ফেলুদাকে বুঝি তিনি কিছু আগাম টাকা দেবেন, কিন্তু তার কথায় বুঝলাম তিনি অন্য জিনিস খুঁজছেন।—'কী আশ্চর্য—ভিজিটিং কার্ডগুলো গেল কোথায়?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল—'প্রয়োজন হবে না। আপনি যখন ট্যাক্সির ভাড়া দিচ্ছিলেন, তখন আপনার পকেট থেকে একটা কার্ড বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। এই যে—'

ফেলুদা নিজের শার্টের পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দেখাল।

'বাকিগুলো বোধহয় আপনার পাঞ্জাবির পকেটে আছে—কারণ আপনার মানিব্যাগের পাশটা ছিঁড়ে এসেছে। এই বেলা ওটাকে চেঞ্জ করুন।'

সত্যিই ভদ্রলোকের পার্সের অবস্থা শোচনীয়। হরিনাথবাবু জিভ কেটে বললেন, 'যা বলেছেন। যাই হোক—ঠিকানা তো জানেন—টেলিফোনও ওতেই পাবেন। কোনও কিছু জানানোর থাকলে আমাকে ফোন করবেন। সকাল দশটার মধ্যে অথবা সন্ধ্যা সাতটার পরে ফোন করলেই পাবেন।'

'কিন্তু আরেকটা কথা'—ভদ্রলোক দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন, ফেলুদা তাকে বাধা দিল। 'আপনার ওই মূর্তিটা ছাড়া তো চলবে না। ওটার মূল্যটা জানা দরকার। স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।'

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ মূর্তির প্যাকেটটা ফেলুদাকে দিয়ে বললেন—'সত্যিই—ভারী ভুল হয়ে গেছে আমার। সত্যি বলতে কী—এটাকে

সরাতে পারলে আমার হয়তো কিছুটা নিশ্চিন্তই লাগবে।'

ফেলুদা বলল, 'সরানো মানে অবিশ্যি একদিনের জন্য। কালই আবার আপনি এটা ফেরত পাবেন।'

ভুবন সরকারের নাম ফেলুদার মুখে আগে কখনও শুনিনি, কাজেই তার বাড়িতে যাচ্ছি শুনে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম লোকটি কে।

'আর্টের একজন মস্ত সমঝদার আর সমালোচক। বিলেতেও নামডাক আছে। বৌদ্ধযুগের আর্ট সম্বন্ধে স্পেশালিস্ট। আমার মেজোমামার সহপাঠী। আর কিছু জানতে চাস?'

মাথা নেড়ে মিনমিনিয়ে বললাম, 'না—এই যথেষ্ট।'

আমাদের ট্যাক্সিটা লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে গিয়ে লর্ড সিনহা রোডে মোড় নিল।

'ওটা বুঝি বুদ্ধের মূর্তি?'

'তোর মুণ্ডু। বৌদ্ধ শিল্প মানেই কি বুদ্ধের মূর্তি? বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে কানেকটেড কোনও দেবতার মূর্তি হতে পারে না?'

এর পরে একেবারেই চুপ মেরে যেতে হল। মূর্তিটা জানি ফেলুদার প্যান্টের পকেটে রয়েছে। মনে মনে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু সাহস পেলাম না।

ভুবন সরকারকে দেখেই মনে হল তিনি একজন ভীষণ জ্ঞানী লোক—তা না হলে কপাল অত চওড়া হয় না, চশমার অত পাওয়ার হয় না, আর চুল ওরকম উসকোখুসকো হয় না। ভদ্রলোক তামাক খান, তার জন্যেই বোধহয় দাঁতগুলোতে ব্রাউন রং ধরে গেছে। ফেলুদাকে দেখেই বললেন, 'এসেছ। কই, কী মূর্তি দেখি—আজ আবার ইনস্টিটিউটে একটা লেকচার আছে।'

ফেলুদা বাক্স থেকে মূর্তিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল।

ভুবনবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন; মূর্তিটা হাতে পেয়ে একেবারে চোখের সামনে ধরেই ব্যস্তভাবে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দিনের আলোর উপরেই ল্যাম্প জ্বেলে চেয়ারে বসে মূর্তিটা ল্যাম্পের আলোয় ধরে সেটার উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এমনি দেখায় হল না

www.BDeBooks.Com

বলে দেরাজ থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে দেখলেন। দেখার সময় বিড়বিড় করে কী সব বললেন সেটা শুনতে পেলাম না—কিন্তু দেখা শেষ করেই যেটা বললেন সেটা বোধহয় দোতলার লোকেরাও শুনতে পেল—'ম্যাগনিফিসেন্ট। কোথায় পেলে এ জিনিস?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা সিক্রেট। আগে জিনিসটা মূল্যবান কি না সেটা বলুন।'

ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, 'তুমি বলছ কী হে? তিব্বতি আর্টের এ একটা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড রেয়ার

স্পেসিমেন। কীসের মূর্তি জানো তো এটা? যমন্তক। চৌত্রিশটা হাত, চারটে মাথা—কোনও সন্দেহ নেই। এত ছোট অথচ এত নিখুঁত তিব্বতি মূর্তি আগে কোনওদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

ফেলুদা বলল, 'কোথাও যদি বিক্রি হয়—কীরকম দাম হবে এটার?'

'এ তো প্রাইসলেস!—শুধু পাথর বসানো সোনার জিনিস বলে নয়—এর ইউনিকনেস-এর জন্য। আমি বলছি এ জিনিস আর দেখিনি—তিব্বতি আর্ট আমি যত দেখেছি তত আর খুব বেশি বাঙালি দেখেছে বলে মনে হয় না। আমি নিজে লাদাখ গিয়েছি—পোটালা প্যালেসে লামার সঙ্গে দেখা করেছি—আর লামাদের সঙ্গে একসঙ্গে মড়ার খুলিতে চা খেয়েছি। ওয়াং চো-র পথে খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আমার থাই-বোন ভেঙে যায়—তিব্বতি টোটকা ওষুধে হাড় আবার ম্যাজিকের মতো জোড়া লেগে যায়। তারপর—'

ভদ্রলোক প্রায় তিন মিনিট ধরে তিব্বতে আরও কী কী দেখেছিলেন আর করেছিলেন তাই বলে চললেন। সব শেষে বললেন যে এতদিন তিব্বতে থেকে তিব্বতের জিনিসপত্র দেখেও তিনি বলতে পারেন যে যমন্তকের এই খুদে মূর্তিটার মতো এমন অসাধারণ সুন্দর জিনিস তিনি আর দেখেননি।

১৯৬৯-এক খসড়া খাতা থেকে উপরের এই অসমাপ্ত লেখাটি উদ্ধার করা গেছে। কয়েক পাতা আগে উনি লিখে শেষ করেছিলেন 'শেয়াল দেবতা রহস্য' (যার প্রথম নাম ছিল 'ফেলুদা ও আনুবিস রহস্য' বা শুধু 'আনুবিস রহস্য')। সুতরাং, এ লেখা শেষ করলে সেটা আইন অনুযায়ী ফেলুদার পঞ্চম অ্যাডভেঞ্চার হবার কথা—যদিও গল্প না উপন্যাস তা এই অবস্থায় বলা মুশকিল। ১৯৭০ এ লেখা হল 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'—১৯৭১-এ 'সোনার কেল্লা'—কিন্তু ১৯৭২, অর্থাৎ এই খসড়ার তিন বছর বাদে, ফেলুদার যে চতুর্থ উপন্যাসটি প্রকাশিত হল, তার সঙ্গে এই অসমাপ্ত লেখার এক আশ্চর্য মিল পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকই ধরেছ 'বাক্স রহস্য'-র সেই সুপুরির কৌটো কি কেউ কোনওদিন ভুলতে পারে?

www.BDeBooks.Com

আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার

'কোনও মানে হয়?' বললেন লালমোহনবাবু। 'হংকং পর্যন্ত দেখে এলুম, অথচ তাজমহল দেখলুম না এখনও।'

কথাটা সত্যি। দিল্লি গেছি সিমলা যাবার পথে, রাজস্থান যাবার পথে। কিন্তু আগ্রা যাওয়া হয়নি। আসলে আজকাল আমাদের কোথাও যাওয়া মানে একটা রহস্য ধাওয়া করে যাওয়া। আগ্রায় ফেলুদার কোনও কেস পড়েনি, তাই যাওয়া হয়নি।

ফেলুদা বলল, 'আপনার রেলওয়ে বুকিং আপিসে তো কে চেনা আছে বলেছিলেন—দেখুন না দিন দশেকের মধ্যে একটা ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট পাওয়া যায় কি না।'

'ফার্স্ট ক্লাস তো?'

'আমার তো অন্যতেও আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি ফার্স্ট ছাড়া ট্র্যাভেল করলে তো প্রেস্টিজ থাকবে না। বাংলার বেস্ট সেলিং রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক—সে কি আর থ্রি টিয়ারে যেতে পারে?'

'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—আপনি কথাও বলতে পারেন। না, সিরিয়াসলি বলছি—যাবেন আগ্রা?'

'হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত্—'

'সেটা আবার কী?'

'বিশ্বে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে, তো সে এখানেই, এখানেই, এখানেই। তাজমহলের গায়ে ফারসি ভাষায় লেখায় আছে।'

লালমোহনবাবুর প্রতিবেশী রেলওয়ে বুকিং আপিসের কর্মচারী পরিতোষ হোড়ের দৌলতে সাতদিনের মধ্যেই আমরা রেলে রিজার্ভেশন পেয়ে গেলাম। রাত আটটার ট্রেন। আধঘণ্টা আগে গিয়ে

বইয়ের দোকান থেকে পথে পড়ার দু-একটা পত্রিকা কিনে কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দেখি ঘর ভর্তি লোক। বুঝলাম যে যাচ্ছে একজনই, বাকি সব সি অফ করতে এসেছে। আমাদের দেখে অবিশ্যি একটা লোয়ার বার্থ খালি করে দেওয়া হল, আমরা হাতের জিনিসপত্র রেখে তাতেই পাশাপাশি বসলাম।

এর মধ্যে কোনজন যে যাত্রী সেটা কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল। বছর পঞ্চাশ বয়সের ভদ্রলোক, চোখে চশমা, চওড়া কপালের পিছন দিকে কাঁচা পাকা মেশানো ঢেউ খেলানো ব্যাকব্রাশ করা চুল। চেহারায় যেটার ছাপ আছে—প্রোফেসর বা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হলে আশ্চর্য হব না। কথাবার্তায় বুঝলাম ভদ্রলোক দিল্লি যাচ্ছেন একটা বক্তৃতা দিতে—কী বক্তৃতা তা অবিশ্যি বোঝা গেল না।

ফেলুদা আড়চোখে ভদ্রলোককে দেখছে, একবার ফিসফিস করে বলল, 'ব্যস্ত মানুষ। আপন ভোলা।'

'কী করে বুঝলে?'

ফিস ফিস করে উত্তর হল, 'ডান হাতের তিনটে নোখ কেটেছে—বাকিগুলো ভুলে গেছে। তার মানে অন্যমনস্ক। যে দুটো কাটেনি সে দুটো এত বড়—তা থেকে বোঝা যায় সময় পায়নি, অর্থাৎ ব্যস্ত।'

আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে।

'আর কী বুঝলে?'

'আরগুলো তোরও বুঝতে পারা উচিত। যেমন ভদ্রলোকের পদবি বোস, বল, বর্মন, বর্ধন, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্যি, ভৌমিক, বসাক, বটব্যাল বা ব্রহ্মচারী।'

ভদ্রলোকের সিটের তলায় একটা ভি.আই.পি-র হ্যান্ডেলের দুপারে 'এ. বি.' অক্ষরগুলো রয়েছে সেটা এবার চোখে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে কম্পার্টমেন্ট খালি হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু উঠে বললেন, 'আমি কিন্তু আপার বার্থ নিচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি প্রৌঢ় বয়সে কেন আর কষ্ট করে উঠবেন—'

'প্রৌঢ়!—আই অ্যাম ওনলি ফর্টি থ্রি! আর উপরে আমার ঘুমটা আরও ভাল হয়।'

'তথাস্তু।'

www.BDeBooks.Com

'দিল্লি যাচ্ছেন?' সহযাত্রী লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন। বোধহয় বয়স ওঁর বেশি দেখে ওঁকেই আমাদের দলপতি ঠাউরেছেন।

'আগ্রা'—হেসে বললেন লালমোহনবাবু, 'আপনিও কি—'

'আমি আগে যাব দিল্লি—একটা বক্তৃতা আছে। তারপর আগ্রাই যাবার কথা আছে। এখনও তাজমহলটা দেখা হয়নি।'

'আরে, আমাদেরও তো ঠিক সেই ব্যাপার!'

'তাই বুঝি?'

ভদ্রলোক একটা ছোট ব্যাগ খুলে, তার থেকে একটা নোটবুক বার করলেন।

'এক্সকিউজ মি,' ফেলুদা বলল, 'ওই ব্যাগের ভিতরের পত্রিকা থেকে আপনাকে বৈজ্ঞানিক মনে হয়?'

'হ্যাঁ। আই অ্যাম এ কেমিস্ট।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'সম্প্রতি কি খবরের কাগজে নাম উঠেছে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আদিত্য শেখর বর্ধন?'

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'আপনি তো নমস্য ব্যক্তি মশাই। আপনি পেট্রোলের একটা বিকল্প পদার্থ আবিষ্কার করেছেন না?'

'পদার্থ ঠিক নয়। সোলার পাওয়ার ব্যবহার করে পেট্রোলের কাজ চালানো যায়, এমন একটা ব্যাপার।'

লালমোহনবাবু হাঁ করে দুজনের কথা শুনছেন।

ফেলুদা বলল, 'আমার তো মনে হয় এটা একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। কারণ পেট্রোলিয়ামও চিরটাকাল থাকবে না। পৃথিবীতে তেলের স্টক তো অফুরন্ত নয়। এমনকী মিডল ইস্টেও নয়।'

'ঠিকই বলেছেন। এটা একটা আন্তর্জাতিক হেড-এক। তেল ফুরোলে কী হবে।'

'তা আপনি এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেননি? একটা ফরমুলা তো আছে নিশ্চয়ই।

'তা আছে বইকী। তবে এ তো আমাদের মাসখানেকের ব্যাপার। আমি রিসার্চ করছি আর তিন বছর ধরে।'

'কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এটা একটা গোল্ড মাইন! ফরমুলাটা সাবধানে রেখেছেন তো? ওটা কিন্তু—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একজন ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকেছেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, আর মানানসই রকম চওড়া, পাকানো গোঁফ, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

'দুজন এমিনেন্ট লোক এক কম্পার্টমেন্টে ট্র্যাভেল করছেন শুনে দেখতে এলাম।'

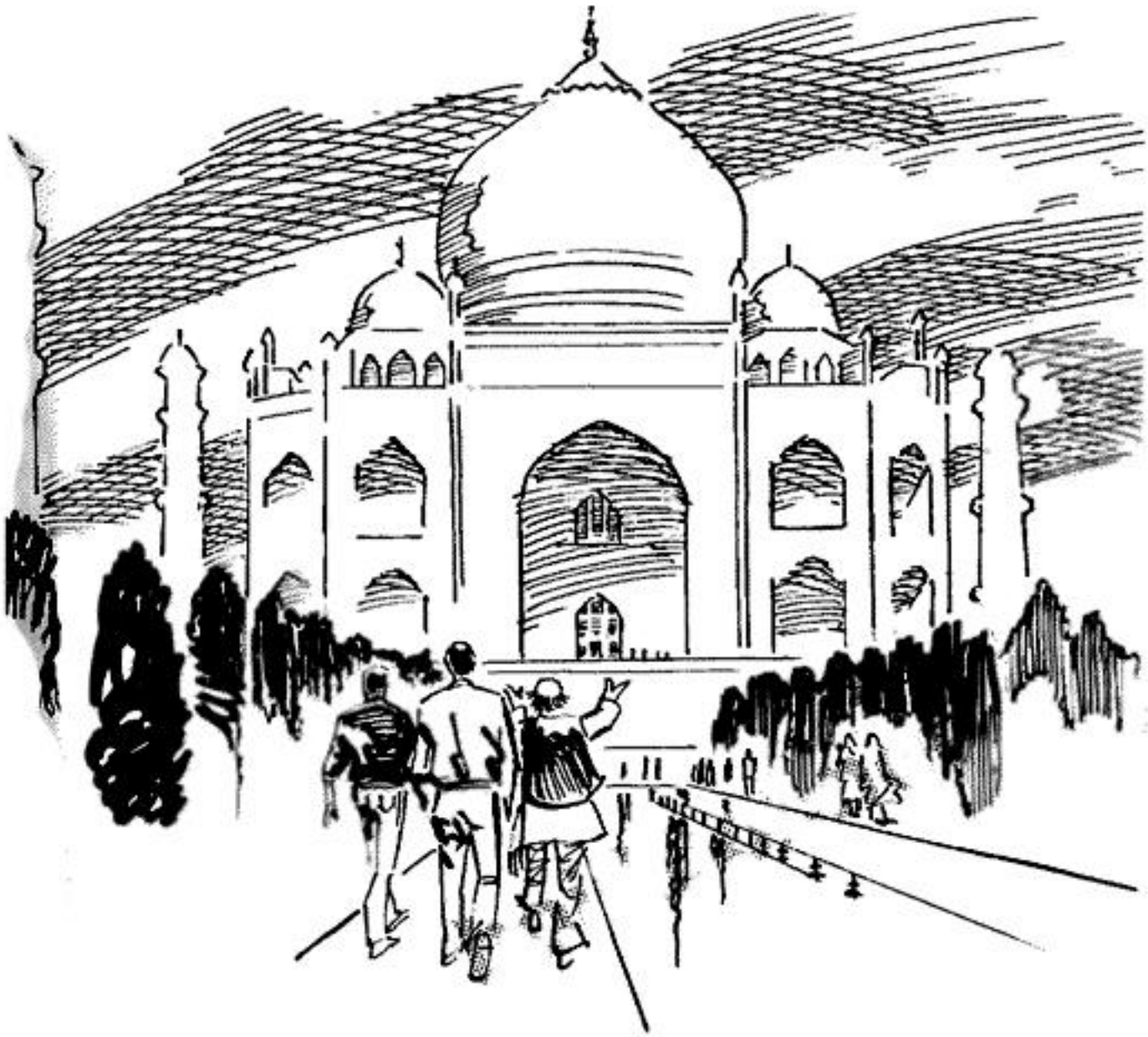

একী! লোকটা ফেলুদাকে চেনে নাকি? নাকি লালমোহনবাবুকে?

'মে আই সিট ডাউন?'

'নিশ্চয়ই।'

মিস্টার বর্ধন তাঁর বাক্সটা সরিয়ে জায়গা করে দিলেন। নতুন ভদ্রলোকটি ইংরিজি মিশিয়ে হিন্দি টানে বাংলা বলেন।

'আমি আপনাদের চিনি না, পাশের বোগিতে এক ভদ্রলোক বললেন আপনাদের কথা। দি কোয়েশ্চন ইজ—কে সাহিত্যিক আর কে ডিটেকটিভ?'

মিঃ বর্ধনও অবাক। 'আপনি কি ডিটেকটিভ নাকি?' ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাই আমার পেশা। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। ইনিও এঁর লাইনে কম বিখ্যাত নন। মিঃ গাঙ্গুলী—রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখেন।'

'হেঁ হেঁ।'

'হাউ ইন্টারেস্টিং,' বললেন মিঃ বর্ধন। 'বুঝেছি—তাই জন্যেই সাবধানতার কথা বলছিলেন। আপনার বোধহয় ওই সব ফরমুলা চুরির ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে?'

'তা অল্পবিস্তর আছে, মিঃ বর্ধন।'

আগন্তুক ভদ্রলোক বোধহয় মনে করলেন এবার তাঁর পরিচয়টাও দেওয়া উচিত। হয়তো তাঁর লাইনে তিনিও কিছু কম বিখ্যাত নন।

'মাই নেম ইজ যোগীন্দর রাঠোর। আমার কারবার আছে দিল্লিতে—জুয়েলারি। আপনার বিষয় আমি পেপারে পড়ছিলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং। আই থিংক ইউ উইল বি এ রিচ ম্যান সুন!'

'জানি না', হেসে বললেন মিঃ বর্ধন। 'এমনও হতে পারে যে এ জিনিস আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমার ফরমুলার আর কোনও মূল্যই থাকবে না। এই টেকনোলজির যুগে বৈজ্ঞানিকরা তো আর বসে নেই।'

'এনিওয়ে,'—মিঃ রাঠোর উঠে পড়লেন, 'যদি আপনার ফরমুলা বিক্রি করার কথা ভাবেন, দেন থিংক অফ মি ফার্স্ট! হে হে—আমার অফার রইল!'

মিঃ রাঠোর চলে যাওয়াতে কামরাতে হঠাৎ যেন জানাজানি বেড়ে গেল।

'আপনি তো খদ্দের পেয়ে গেলেন মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু।

মিঃ বর্ধন হেসে বললেন, 'খদ্দের এখানে কেন? বাইরে থেকেও এনকোয়ারি এসেছে। দুটো অ্যামেরিকান কেমিক্যাল ফার্ম। আমি সামনের মাসেই স্টেট্‌সে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাক কী হয়।...আপনারা কোথায় উঠছেন আগ্রায়?'

'আগ্রা হোটেল', বলল ফেলুদা।

'প্রোফেশনালি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনও প্রয়োজন হবে না—আশা করি না—তবে আমি আগ্রা যাব শনিবার। থাকব ক্লার্কে। যদি ফাঁক পান একবার চলে আসবেন। ওখানে আমার কোনও কাজ নেই—তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি—এইসব দেখার জায়গাগুলো একটু দেখব আর কী। সঙ্গী পেলে ভালই লাগবে। আর আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ মিত্র। আপনি গোয়েন্দা, তাই বোধহয় চতুর্দিকে ক্রিমিন্যাল দেখতে পান। আমার ফরমুলা নিরাপদেই থাকবে।'

১৯৮৩

১৯৮৩ সালের এক খাতা থেকে ফেলুদার এই অসমাপ্ত খসড়াটা পাওয়া গেছে। খাতা শুরু হয়েছে তারিণীখুড়োর এক কাহিনী দিয়ে (তারিণীখুড়ো ও বেতাল)। অন্যান্য লেখার মধ্যে আছে—'সাধনবাবুর সন্দেহ' (গল্প), 'আশ্চর্যজন্তু' (শঙ্কু), 'মানপত্র' (গল্প), 'গগন চৌধুরীর স্টুডিও' (গল্প), 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা' (ফেলুদা), 'অপুর সঙ্গে আড়াই বছর' (প্রবন্ধ) ও 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' (ফেলুদা)।

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com